উপহার।

দীনদুঃখকাতর পরহিততৎপর মহীমোহনীয় পণ্ডিতগণাগ্রগণ্য পঞ্চকোটাধিপতি, শ্রীযুক্ত মহারাজাধীরাজ নীলমণি সিংহ দেও বাহাদুর মহাশয় মহোদয়েষু।—

পিতঃ!—মনের কথা গোপন কিছুই নাই।—"সুর-সঙ্গিনী"-বিনিময়ে ভবদীয় ভূবিদিত মহতী বিশুদ্ধচিত্তে স্থান প্রাপ্ত হওয়া আমার প্রধান উদ্দেশ্য—কিন্তু,—"সুর-সঙ্গিনী" শৈশবা!—স্বল্প বুদ্ধিতে ও ক্ষুদ্র হৃদয়ে যে আপনার কথঞ্চিৎ চিত্ত বিনোদিনী না হইবে;—ইহাও সম্ভাবিত নহে। যে হেতু, শৈশবে লীলা, খেলা কি বিষময় বাক্য—সকলিই অমিয়মেয় অতুল্য অক্ষয় স্বর্গীয় পদার্থের ন্যায় অতীব প্রিয়তর বোধেই পরিগণিত হইয়া থাকে।—বিশেষতঃ "সুর-সুঙ্গিনীর" বাক্য বিন্যাস রূঢ় হইলেও, সে বালাবাক্য!—বামাস্বর! কোন ক্রমেই কাহারো অপ্রিয় হইবার নহে।

"সুর-সঙ্গিনী" বিপ্রবংশজ দরিদ্র-তনয়া—অশেষ গুণাগ্রগণনিয়া শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী" C. I." মহাশয়া সাহায্যে, মুদ্রাঙ্কণ-ভূষা লাভে বিভূষিতা হইয়া; ভবদীয় চিরস্মরণীয় সর্ব্বজনাভিলষিত উদার সুরকর কোমলোৎসঙ্গে অদ্য হইতে স্থানাভিলাষিনী হইল।—দেবঃ! কন্যাটির প্রতিপালন ভার আপনার—আমি, ইহাকে যাঁহার কৃপায়

সাধারণ জনসমাজে বিনা মূল্যে বিতরণ করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছি; তাঁহার সেই ত্রিলোক বিদিত অসীম সম্মানার্হ বিদ্যোৎসাহিনীর বিচিত্র বুদ্ধিকে শত কোটিবার নমস্কার করি !!—তিনি পুস্তক মুদ্রাঙ্কণে অগ্রিম সাহায্য দিয়া উপকার না করিলে,—আমি কদাপি এরূপ অসমসাহসিক দৃঢ় ব্রতে দীক্ষিত হইয়া, আপনার বিশেষরূপ পরিচর্য্যী হইতে পারিতাম না।

পিতঃ! এক্ষণে অনুগ্রহ পুরঃসর এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি অন্ততঃ একবার সকরুণ দৃষ্টি করিলে, আমার মানস পূর্ণ হয়; নতুবা সকল পরিশ্রমই ঊষর ক্ষেত্র রোপিত শস্যের ন্যায় নিতান্ত নিষ্ফল ইতি।

ভবদীয় স্নেহাভিলাষী

শ্রীশরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩১ আশ্বিন ১২৮৬।

বিজ্ঞাপন।

প্রকাশ থাকে, ১০০ এক শত পুস্তক বিনা মূল্যে বিলান হইবার কারণ নির্দ্দিষ্ট হইল। যে কেহ পুস্তক প্রাপণাশয়ে পত্র লিখিবেন; তিনি, আপনার ঠিকানা ও পুস্তক পেছু ৶০ অর্দ্ধ আনা মূল্যের ডাক মাস্থল, আমার পরম বন্ধু স্থবুদ্ধিবর হাওড়ার মোন্‌সেফী আদালতের উকিল শ্রীযুক্ত বাবু অঘোরচন্দ্র দে কিম্বা আমতা বিদ্যালয়স্থ চতুর্থ শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু হরিদয়াল চক্রবর্ত্তীর নিকট প্রেরণ পূর্ব্বক, পুস্তক অনায়াসলভ্যেই প্রাপ্ত হইতে পারিবেন—কিন্তু, একের অধিক পুস্তক গ্রাহকমাত্রে দেওয়া হইবে না ইতি।

শ্রীশরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

সূচীপত্র।

সুরসঙ্গিনী।

"মাধুর্য্যহীনমপ্যেতদ্ দ্রক্ষ্যন্ত্যেব বিপশ্চিতঃ।
মধুপা মধুলোভেন ধাবন্তি কেতকেঽপি চ ॥"

বাণী।

বিশুদ্ধ রজত জিনি' উজ্জ্বল বরণ।
দেখে শশী মেখে মসী পশিল গগন ॥
শরীর বর্ত্তুল কিবা শোভার সহিত।
শশী সহ তারা যেন পরিধি বেষ্টিত ॥
চরণ কমল কিবা নয়ন-লোভন।
হয় হবু কভু কেহ দেখেনি তেমন ॥
রক্তযুত পদতল—রক্তজবা কাল;
নিশায় মিশায়—তার আলোকেই আলো ॥
করি-কর, রামরম্ভা—বন্ধুর, শীতল।
তা' কি হয়, সে উরুর উপমার স্থল ?
কার সনে দিব নিতম্বের তুলা তাঁর!
নিজে নিজ উপমান—অন্য নাহি আর ॥

• এই পুস্তক মুদ্রাঙ্কনের সম্যক ব্যয় শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী "ভারত-মুকুট" মহাশয়া কর্ত্তৃক প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ইতি

অনুপম মনোরম কাঞ্চী গুণাধার।
লক্ষ্মী প্রিয় চারু অঙ্কে অবস্থিতি যাঁ'র ॥
অতি পরিপাটী কটি, চামর যেমন
দৃঢ় গ্রন্থি মধ্যদেশে করিলে ধারণ!
সে কুচ তুলনা তুচ্ছ দাড়িম্ব কর্ব্ব কি ?—
আমি বলি কুচ হেরি'(ই) বন্ধ্যা প্রিয় লক্ষ্মী !!
কি আছে ভূজের তুলা সংসার মণ্ডলে ?—
যে ভুজ ভূষণ হয় চতুর্ভুজ-গলে !!
জীয়ন্তে জুড়ায় কম্বু রত্নাকরে গিয়া !
মরে'ও গ্রীবার লাগি কাঁদে বিনাইয়া !!
রমণীয় রত্নহার হেরি যত তারা।
লজ্জায় আলোক লোকে গুপ্ত থাকে তারা ॥
যে বলে "কমলমুখী" সে তাহার ভুল।
সে মুখ প্রফুল্ল—সদা শোভায় অতুল ॥
লোহিতোষ্ঠে লুকাই'ছে তাম্বুলের রাগ।
আঁধারে উজ্জ্বল তাহা ; বুঝি পদ্মরাগ ॥
দশন দর্শন করি জীরা জারে পোকে।
কাঁদেরে সাগর-শুক্তি মুক্তা ধরি' শোকে ॥
শ্রবণের চারু শোভা হ'য়েছে কেমন ;
দেখিবারে বুঝি তাঁর নেত্র প্রসারণ ?
নয়নের তারা হারা উপমার স্থল।
বিলাঞ্ছিত নীলকান্ত নব নীলোৎপল ॥
স্মর হেরি' চারু ভুরু বিষণ্ণ হৃদয়ে।
সহ ধনু ত্যজে তনু লোক-লজ্জা-ভয়ে ॥

হাসি হাসি মুখ-ভঙ্গি হাস্য নাহি ছুটে।—
কুন্দ কুসুমের কলি যেন ফুটে ফুটে॥
যে বলে তুষ্টির চিহ্ন ধরে নেত্রানন।
মূর্ত্তিমতী তুষ্টি দেবী দেখুক সে জন॥
দীর্ঘ বেণী ভুজঙ্গিনী দেখি চিকণীয়া।
অদ্যাপি খোলোস রাখে দুঃখের লাগিয়া॥

পূর্ব্ব-সুখ।

১

পুরাণ ভারতে হ'বে কি আবার
নর রূপে হরি ত্রেতা অবতার?—
শেল সম ব্যথা
যা'বে মিথ্যা কথা;
উল্লাস লহরী ছুটিবে সবার—

২

পুনঃ হইবে কি বৈদেহী বর্জ্জন?—
প্রজার কারণে রাজার রোদন!!—
অতি চমৎকার—
বিষম ব্যাপার!—
সে বিচার কেহ শুনি'ছ এখন?

৩

বলিহারি যাই এবের বিচার—
কাঁদে কবিকুল, শুনি হাহাকার—

ভিক্ষুকের মুখে ;
প্রজাগণ দু'খে,
কর প্রপীড়নে দেখি'ছে আঁধার ?

৪

এবের বিচার করি'ছে নির্ভর
আশ্চর্য্য কারখানা নোটের ভিতর।—
রূপে কারিগরি,
কি যে সে মাধুরী !—
তাহায় তুলনা,—কিনিনু আমর !!

৫

নেত্র গাঁথা রূপ দেখিতে দেখিতে,
রাজ কারিগরি যাই ভাঙাইতে ;—
ভাবিলাম ধর্ম্ম !
ভাবিনু অধর্ম্ম !!
ফিরে ঘরে যাই কাঁদিতে কাঁদিতে।

৬

চিত্র চমৎকার—কি বুদ্ধি আমার !!—
ছাঁচে তোলা রূপ কা'কে দিব আর ?—
রাখিব যতনে
স্বর্ণ-সিংহাসনে ;
ছেলে হ'লে খেলা করিবে আমার।

৭

অতি সুবিচার,—চিত্র চমৎকার !!
আমারি বুদ্ধিকে কোটি নমস্কার !—

মায়ামন্ত্র বলে
ঘুমা'ল সকলে ;
উঠিতেই হবে ভাবিয়াছি সার।

৮

"কোম্পানির ফাঁকি কাগজে, কাগজে"
যে বলে ; সে মূর্খ—কোম্পানি-কাগজে,
কি যে উপকার !
কি যে সে প্রকার !!
যে জে'নেছে, সেই কিনেছে গরজে।

৯

"কোম্পানির ফাঁকি কাগজে, কাগজে"
যে বলে ; সে মূর্খ—কিনিনু গরজে
মরি বাঁচি করি ;
মোকর্দ্দমা করি
ট্যাক্‌স জয়লাভ করিনু সহজে।

১০

অতি সুবিচার,—বিচিত্র ব্যাপার
কে শুনিবে আর ?—স্মৃতি সবাকার
মায়া জালে ভুলে
ভাসি'ছে কুশলে
সর্ব্বনাশ হবে ভাবি মিছে আর।

১১

বাজারের দ্রব্য আরও বেড়ে'ছে ;
নব পৃথিবীতে যে দেখা না দে'ছে,

এবে সেই চিজ ;
করে গীজ গীজ !
কার্টিস্ কাগজে কোর্ট চলিতেছে !!

১২

অন্যায় ইংরেজ করে কি প্রজার ?—
পুরাণ বঙ্গেতে নব সংস্কার !
হাসিল ধরণী—
হাসিল লেখনী,—
তয়ে তয়ে তাহে না দিল সাঁতার।

১৩

কাগজের ভাবে কালীও হাসিল,
নয়নের দৃষ্টি কাগজে কাড়িল ;
লেখকের লেখা,
দিল মনে দেখা ;
কোম্পানির কাম্ ছুটিয়া চলিল।

১৪

মিছিলের নথী দেখি এবেকার,
সভ্যতার সঙ্গে সুবুদ্ধি সঞ্চার—
রাজপুত্রী নথী !
চেয়ে পিছু প্রতি,—
রূপোপায়ে উচ্চ হইল তাহার।

১৫

আকাশ পাতাল ভেদ !—বিভিন্ন প্রকার
দরবারের কাম হাল বকেয়ার ;

রাজ-পুত্রী নথী!
চে'য়ে পিছুপ্রতি,—
বৈভবে ভরি'ছে পিতার ভাণ্ডার!

১৬

পুরাণ বঙ্গেতে নব সংস্কার!
হ'বেন কি হরি! ত্রেতা-অবতার?—
বিশ্বাস না হয়;—
সুরধুনী রয়
নিগূঢ় শৃঙ্খলে—উঠিল না আর!!

১৭

আমাদেরো বড় অধর্ম্ম হ'য়েছে;
পদে সুরধুনী দলিত হ'তেছে!
নাই হিঁদুয়ানা,
"ইংরেজের খানা
কভু ভুলিব না"—অনেকে ভেবেছে!!—

১৮

হায়, হিন্দুকুল-মুখোজ্জ্বল মণি
গাঙ্গিনীর গর্ব্বে গিয়াছ আপনি,
সুকবি দারাপ
বড় মনস্তাপ!!
যায় যায় ধর্ম্ম, থাকে না অবনী!

১৯

গায়ত্রীর গতি নিবৃত্তি পে'তেছে,
ব্রাহ্মণের বেদ ম্লেছে শুনিতেছে!

গুরুর মান্য নাই!
ব্রাণ্ডি চাইই চাই!
মস্তকের মণি রমণী হ'য়েছে!!

২০

হ'ল একাকার—থাকে না সংসার!!!—
আশ্চর্য্যই এই, এখনো সাঁতার
দি'তেছে আকাশে,
কি জানি কি আশে
চন্দ্র সূর্য্য তারা দেখি' পাপাচার!!

২১

বুঝে'ছি, বুঝে'ছি, বুঝে'ছি কারণ;
কল্কী অবতার না করে দর্শন
দীপ্ত গ্রহাবলী,
যা'বে না ক চলি'
অলক্ষিত পথে জুড়া'তে জীবন।

২২

বঙ্গের অঙ্কের রত্ন-অলঙ্কার—
নব নারীগণে জ্বালালে সংসার!
চা'ল্ বিবিয়ানা!
সোণা তা নানা না,
গয়না গা বাঁচানা চলে না ক আর!

২৩

বিশুদ্ধ স্বর্ণের দিব্য বাউটী শুট
ডায়ামণ্ড কাটা গঠন নিখুট!

এও এবে যায় !—
অনন্তের ঘায়—
বা !—গোলাঙ্গীর কৃত কি এ "রুট" ?

২৪

মেয়েদের জ্বালা বিষম হ'য়েছে !
পোনা পোকাটী যে, সেও তা জেনেছে—
পতিভক্তি নাই,
বেশ করা চাই !
অক্ষয় নিরয়ে ডুবিতে বসে'ছে !!

২৫

আসিবে না হরি তুষিতে আবার
নররূপে হ'য়ে ত্রেতা-অবতার ;
পাপে পূর্ণ কলি !
পাপিষ্ঠ মণ্ডলী
ভাসা'তে বসে'ছে এ নর সংসার !

কল্পনা।

১

সতী শশীমুখি সীতা বন বর্জ্জনে,
দশরথ তনয় রামচন্দ্র বিষাদে কাতর।
হয় কি নিদ্রা ?—মূর্চ্ছা বিরহ জ্বলনে।
জলকম্প সম অনিবার্য্য শোক
মনতৃপ্তি নেত্রে উথলি,

অজস্র অশ্রু প্রবাহি'সঘনে
বাহিয়া পড়ে চরণে।
সীতাশোকোন্মচনে কে সুখী?—শোক
ও অসুখী!—অশ্রু সে হীনে;—
তাই বা তিতিল পদ পতনে?
অক্ষি লাল তেকারণে?

২

অন্তর্জালা রাশি ছত্রভঙ্গ হইয়া,
রামনিধি-তনু শোষণ-প্রয়াসে; অবিশ্রান্ত
সম স্বেদ তীব্রবেগে পড়ে ঝরিয়া।
লোমাঞ্চ তনু—হায়!—যেন শুকায়
তাহে তনুরুহ উঠিয়া;
(বিহঙ্গম সম জলে ভিজিয়া,
গা ঝাড়ে পক্ষ নাড়িয়া।)
কান্দে মনে মনে ফুঁপিয়া—বাজিল
শবদ-নিশ্বাস-বাজনা;
বর বিম্বাধর যাক্ চলিয়া—
গা পা কাঁপে সে বাজিয়া।
শবদ-বাদন-ব্যায়ামে শিরায়
চুম্বকাকর্ষণ হইল;
মুখ মস্তক নাড়িয়া, নাচিয়া
নাসিকা উঠে কাঁদিয়া!
ঘ্রাণেন্দ্রিয়-বারি প্রক্ষালিত পদ,
সহসা একাকী কদাপি

নারিল, নিসাড়ে স্বেদে মিশিয়া
নীরবে যায় ছুটিয়া।—
হায় রে!—যেমন সিন্ধু উথলিতে
অপূর্ব্ব প্রকারে জনমি
নব নদী হিমালয়ে—ফেলিয়া;
গেল সাগরে কাঁদিয়া।

৩

ত্যজি' রাজ্য-শাসন, দুঃখ বিসর্জ্জন;
ভূতলে পড়িয়া—হা সীতা যো সীতা (কান্তা) স্মরি'
হেরে নকল বৈদেহী অন্তঃকরণ।—
কিন্তু, কি কপাল!—মুহুর্মুহুঃ মূর্চ্ছা,—
চেতন থাকে কতক্ষণ?—
মায়া-সীতা দিয়া মূর্চ্ছা—মগন;
মূর্চ্ছা(ই) হরে ন্যস্ত ধন!
কিন্তু, রাজ-ভয়!—রাখিতে নারিয়া,
জ্ঞানপ্রাপ্তে পুন আনিয়ে
দেখায়।—উঃ! এক(ই) দুর্ম্মতি রাবণ!!
জীবন অমূল্য ধন!
শতসুত সহ রণরঙ্গভূমে
বিনাশিল প্রাণ,—ইহাও
কল্পিয়া; করিল প্রতিজ্ঞা রণ
বিনে বৈদেহী কখন
না দিব ফিরি',—যুদ্ধে, যোদ্ধামাত্রে হত—
আপনি, একাকী!—তবুও

তখন কামে হ'য়ে উন্মাদন
হইতে রণে হনন
সমর কবচ করে—তুলিবারে
রাঘবেরে কা'রো কথা না
শুনি' পতিরতা সীতা রতন
নাহি দিল কদাচন!

৪

ডাইন কর ন্যাস দক্ষিণ কপোলে।
দক্ষিণ কফোনি, দক্ষিণ গুরু উরুর যোগে
বামাঙ্গ হেলিল ঝোঁকে কায়ার কলে।—
ডান দৃষ্টি রোধ হ'ল মরি! তা'য়;
মায়া, সীতা নিয়ে বামেতে
দাঁড়ায়! কিবা শোভা পায়;—ফলে,
ধন্য সে অক্ষি-কৌশলে!

নষ্টচন্দ্র।

১

ইচ্ছা সত্ত্বে হ'তে হ'ল,—অন্ধের মতন!—
আজিকার মত চন্দ্র হও অদর্শন।—
নেহারি তোমার ভাতি,
নয়ন আনন্দে মাতি
চণ্ডমণ্ডে পাখীর মত হ'য়েছে চঞ্চল;—
বাসনা দেখিতে তব মূর্ত্তি সুবিমল!

২

হেরিলে কলঙ্ক হ'বে—বড় ভয় মনে!
ঐ ভয়ে, ভয়ে, ভয়ে বদন বসনে
শত সতর্কের সহ
হৃদয় বান্ধিয়ে অহ!—
নলিনীর মত হায় দয়া মায়া দিয়ে
ঢাকিনু—আবার বাস পড়ে বা খসিয়ে,

৩

হাইহুতাশে হৃদিপূর্ণ; সুদীর্ঘ নিশ্বাস
নিকলি'ছে সর্ব্বদাই—তাই অবিশ্বাস
হয় বিবাসের প্রতি,—
যদিই করিয়ে ক্ষতি
উড়ে ছিঁড়ে যায় বার বার এইবার;
তবেই নয়ন মোর হ'বে ধরা ভার!

৪

নয়ন ভুলান মূর্ত্তি,—কে ভুলিতে পারে?
খতলে অতুল যার গুণ বর্ণিবারে—
কি বলিব বিধাতায়!—
কলঙ্ক লেপি তোমায়,
সৃজিলেন নষ্টচন্দ্র জন্মা'তে বিকার!—
বড়ই অধর্ম্ম ভোগ নিশি আজিকার।—

৫

মল মূত্র বিয়োগেতে শঙ্কা হয় মনে,
গ্রহ ফাঁড়া আছে—তব সলিল-দর্পণে

অপরূপ প্রতিমূর্ত্তি,
পবন-হিল্লোলে-স্ফূর্ত্তি
হ'য়ে, হেল দোলনে জলে করে ঢল, ঢল !—
সন্দেহ ফাঁকেতে হয় চেয়ে ছুঁতে জল।—

৬

কষ্টের বন্ধনে বন্দী হইয়াছি হায় !
তটিনী-তনু তরঙ্গ প্রবাহি' যথায়
ভ্রূ-ভঙ্গী বক্ষ-উপরি
ধরি মরি !—ধীরি ধীরি
নয়ন পালটী ধায় দক্ষিণ সাগরে ;
যা(ও)য়াত হ'ল না তথা,—বিধু তোর তরে !

৭

না' হ'ল স্বর্গীয়-শোভা নয়নে দর্শন !
বালক ভুলান বিধু,—তুমি হে যখন ;—
আগুলি'ছ সর্ব্ব ঠাঁই ;
কি দেখে মন জুড়াই ?
দেবে কি ?—ফিকিয়ে এটি নক্ষত্র রতন !—
তা' হ'লেও হয় মোর দুঃখ বিমোচন।

৮

ঝিকিমিকি তারা পে'লে প্রেয়সী-কুন্তল,
অপূর্ব্ব কবরী বান্ধি করি রম্যস্থল ;—
কি তুচ্ছ চাকরি ফুল,
বুঝুক্ যুবক কুল ;—

দেখুক তাহার কেন,—প্রেয়সী সাজা'য়ে ;
ঈশ্বরের কারু কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ তা'র চেয়ে।

৯

ভয়াল বাঙ্গালী মোরা—নির্ব্বোধ এমন,—
সাজাই রমণী দিয়ে কৃত্রিম গঠন!
আ!—ঝুম্‌কলতা ফুল
গোলাপ, বেলী, বকুল
শিরিশ, শিউলী, গাঁদা, আকন্দ, হেঁদল
থাকিতে সুন্দর আরো ফল, ফুল দল।

১০

ঈশ্বরের কারুকর্ম্ম, বিচিত্র কেমন!—
তুমি নষ্টচন্দ্র—তবু জেনেও এমন,
সদা হয় উন্মাদন!
নেত্র দেয় বিসর্জ্জন
জীবের বিরাম সুখ নিদ্রা বিনোদন,—
দেখিতে প্রতিভা তব মূর্ত্তি অতুলন!

১১

দেখাত হ'ল না হায়!—কলঙ্কই ভাবি ;—
দাবি দাওয়া না চলিবে যা'বে দেশ গাবি'!—
নিত্য কিছু দেহ নয়,—
ম'লেও দুর্নাম রয়,—
যাও তুমি, উঠাইতে গায়ের গরল
অতল জলধি জলে আজি অস্তাচল।

১২

পুনর্ব্বার নবরূপে নব নভঃস্থলে
আসিও, বাঙ্গালী মোরা হেরিব সকলে;
এ দীনে দয়া বিতরি'
যাও হে মিনতি করি,—
অদাকার মত বিধু অলক্ষিত পথ;
জুড়াই নয়ন পূর্ণ করি মনোরথ।

সে, সুধুই শিমূল ফুল?

১

সে, সুধুই শিমূল ফুল।—
নেসায় অতুল!
সদাই ঠিকে ভুল;
বাবুর যোড়া ভুরু মধ্যে সীতা
"পগারকাটা চুল"
অন্নকষ্টে, মড়িপোড়া,
ভিতর কাল ঝুল!

২

থাকে হাতে গোলাপ যুঁই!—
কথা,—তুই মুই;
ভাবেন সবে দুই,
বাবুর চক্ষু টানা—বিষ দৃষ্টি!
ঘরের চালে রুই;

বিষয়াশয় আছে যা'—
আগড়ার পালুই !

৩

বাবু মাখেন ফুলোল তেল—
ঘরে বহে হেঁল !—
মশারি কাণী-নেল !—
গেঁড়াগোঁড়া দোহারা কার্ত্তিকটি !
ঠিকুজী পাকা বেল !
কাক্ষর গোমাংশ তার ;—
বাক্য শক্তিশেল !

৪

তা'র আছে প্যাকেট-ঘড়ী,—
থান বিচে বড়ী !—
বাজারে দেন কড়ী !
সহজে শ্মশানে যা'ন মলেও
হাড়ী শুঁড়ীর মরি !
গেঁটেগোঁটা—পৈতে মোটা
যেন ছাঁদন দড়ী !

৫

বাবুর যোড়া জামা গায়,
মোজা শোভে পায়,
বুক ফুল'য়ে যায়,
গোঁফখাজুরে, নটস্বরে—কথা,—
দেনায় নাম বিক'য়!

রোষে, ঋষি কাঁপে!—কার
না হরি-ভক্তি যায়?

৬

দেনায় নাইকো নখ চুল!
বিবাদের মূল,
ধরে'ছে বুকশূল!
উড়্য়ে উড়নী দু'লয়ে কোঁচা
খা'ন তামাক-গুল।
অশান্ত অস্থির চিত্ত,—
হাসেন কুলকুল।

৭

বাবুর পায়ে জুতা বুট,
ছড়ি বাবুস্নুট;
মটর মুড়ী বুট
গুলির চাট!—এরারুট শক
খানা!—বাক্য বেছুট;
অটুট সাহসী!—সম,
শক্ত, লাঙ্গল-মুট!

৮

থাকেন অবিদ্যার পদে,
চুরুচুরু মদে,
ভয় নাই বিপদে!
কর্ণ ঝালাপালা করে—বাজালে
সে, সেতারার গদে।

গীত ডাহা টপ্পা শুনে,—
পেতনী পলায় গঁধে !

৯

হাতে রুমাল মাথে টুপী,
হন বহুরূপী !
খেলা !—অপরে বু'ঝবে কি ?—শূন্যে
খাটে নাপিত ধুপী !
ঘোড়া যোড়া আছে সত্য—
"নটওয়ান রূপী !"

আঁধার হ'ল। *

আঁধার হ'ল—যাচ্চি চল, কাজকি যাকে তাকে ?
কাশী গিয়ে পূ'জব সখে !—বিশ্ব-পূজিতাকে।
উঠে'ই তমঃ দিচ্চে কালী সাদা ফুলে গুলি !—
প্রকৃতি অশ্রু-সম্পাতে দিচ্চে মলা তুলি'।
দীপ্তিভরা তারা যা'রা থাকিয়ে ব্যোমবুকে।
খর কর প্রসারিয়ে দিচ্চে মসী ফিঁকে ॥
মণি মুক্তা রতন-নিকর ভূপতি ভূষণ।
রূপ উপলি' পশিতেছে তিমির বরণ ॥
খদ্যোতিকা,—খোসামুদে ; কখন কা'র ভাল,—
যায় না বুঝা—আলেয়াও হাসিয়া মিশাল !

---

* আজকাল দলাদলির আড়ম্বর বেশি—প্রকৃতির করে অবস্থা পরীক্ষা করা হইল।

ঘড়ীর-কাটা আড়নয়নে পদ সঞ্চালনে।
ঘূরে ফিরে চ'ল'ছে ধীরে ঊষার অন্বেষণে ॥
দিনে দামড়া দড়ী ছিঁড়ে যে গেছে,-সে গেছে—
মসীর ভয়ে গরু গোহাল সাঁজের আগে নেছে ॥
পথিক পথে পা হাত মুড়ে পড়'ছে ঠিকুরিয়া !!
কি কাল মসী !!!—ধোপার ধোপে যায় না কি উঠিয়া,
আমি ভাবি বিদ্যালয় উজ্জ্বল না হেরিয়ে।
যদি থা'কত শশী, দেখত তমো (ও) তময়ে ॥
মসীর রঙ্গে মি'শছে কুসুম মিলতে কে অরাজী ?
বাহবা !—বাহবা ! রঙ্গ কি বেকারের বাজী ??
যায় যা'বে জাত, যা'ব সথে ! না হয় ব'লবে পাজী।
মি'শব গিয়ে মসীর রঙ্গে—শি'খব সে কারসাজী ॥

একোদরে মাতা পুত্র জন্মিবে দু'জন।

১

"একোদরে মাতা পুত্র জন্মিবে দু'জন"—
অসম্ভব কথা !!—সত্য বুঝিনু এখন।—
মায়ে পোয়ে দুইজন, ভাই ভগ্নী হবে কেমন ;—
কোন জন্ম !!—কি এ ?—ছিছি, পাঁজীর লিখন,—
কার্ত্তিকে হইবে ভবে ভবানী অর্চ্চন ?—
বাহবা দেবীরে ভেলা !—কি যা'হো'ক লীলা খেলা !!
বুঝিনা তাঁদের কিসে সুবাদ কেমন ;—
(ধন্য) ধনঞ্জয় ও যা'হো'ক সুভদ্রা মিলন !!

২

ত্রেতা যুগে রাবণে বধিতে রঘুপতি,—
পূজিলা আশ্বিনে চণ্ডী হ'য়ে শুদ্ধমতি,—
আহা!—সে আশ্বিন মাস, গ্রহ ফেরে মলমাস;
নাহি তাহে বিন্দুমাত্র স্থখ সঙ্কলন,—
জনশূন্য পুরী মরি হইলে যেমন!
নাই আনন্দ উৎসব, নাই নামে কিছু রব,
নাই তার সমাদর বাঙ্গালীর সনে;
ঢাক ঢোল মহাগোল গেল কোনখানে?

৩

গত সনে কত স্থখে ঠিক এই দিনে,
শ্রীদেবী-চরণে দিতে আনিয়াছি কিনে,
উত্তম চীনে সিন্দুর, স্থবাসিত স্থমধুর,
শত অষ্ট শতদল, মল্লিকা, বকুল,
চন্দন চর্চ্চিত মাল্য, কত কিযে ফুল;—
কুঁচ ফুল মনে নাই—মনে আছে ভুলি নাই,—
রক্তজবা, গঙ্গাজল, দূর্ব্বা, নিরমল,—
আতপতণ্ডুল, মধু, ঘৃত, বিল্বদল,—

৪

কুসুম-চয়ন আশে শুদ্ধ-আচরণে,—
উঠেছিনু উষাকালে শ্রীদুর্গা স্মরণে—
ভ্রমিতে বৃহৎ বন, ঘন ঘোর নিরজন,
যথায় মার্ত্তণ্ড রশ্মি প্রবেশিতে নারে;
অনা'সে অবাধে, সেথা গিয়ে অকাতরে,—

দেখি কাট মল্লিকায়, শোভি'ছে ব্রততীকায় ;
স্থরভি, বায়ু হিল্লোলে বহি'ছে অদূরে—
তুলিতে কুস্থম শ্রেণী মন সাধ পূরে,—

৫

অতীব হইল ইচ্ছা বরদারে দিয়ে,
সাজা'ব আশ্বিন মাস—না যা'ব ফিরিয়ে।—
তুলি ফুল-মল্লিকায়, কে যেন মায়া জানায়।—
একটী নীরবে যেন অন্যটী তেয়াগে,
কান্দিল যতেক পুত্র'যে যার সোহাগে।
আহা! কি বিচিত্র মায়া!—কাটাইয়ে মহামায়া,
জননী আশ্বিন মরি বর্জ্জি' অনায়াসে,—
জনম ল'বেন যথা' কার্ত্তিক * প্রকাশে।

পদ্মিনীর বেশ্যা নাম খণ্ডন।

১

একদিন এক বালা, নাম তার মেঘমালা;
বস্ত্র অলঙ্কার তা'র কি করে ধরায়!
সহজেই রূপবতী, যৌবন-প্রভাবে সতী';—
বিবস্ত্রা হ'লে কি নারী রাক্ষসী দেখায়?—

২

দোষশূন্যা সে যুবতী— রূপবতী, গুণবতী,
পতি-প্রিয়, সতী-লক্ষ্মী আশ্চর্য্য অন্তরে

---

* ১২৮৬। ৫ই কার্ত্তিক দুর্গা পূজা।

স্বচ্ছ সরসীর তীরে,　　ধীরে ধীরে গিয়া নীরে,
　　নিরখি' কমলে অলি, চাহে জলান্তরে ;

৩

দেখিল না কিছু তথা—　কাজেই না পেয়ে ব্যথা,
　　পুনঃ চাহে উর্দ্ধনেত্রে পূর্ব্ব নভ-পটে ;
নিরখে অপূর্ব্ব ঘটা !—　　স্বর্ণ-বর্ণ রবি-ছটা ;
　　উকি ঝুকি মারিতেছে সূর্য্য শূন্য তটে।

৪

ক্রোধ-পূর্ণা সে যুবতী,　　কহিছে পদ্মের প্রতি
　　"কহ সখি! শুনি তব এ কোন বিধান ;
থাকিতে প্রাণবল্লভ,　　দিবাপতি পতি তব,—
　　কেন তুমি মধুকরে মধুকর দান ;

৫

"ভানু-আভা আবির্ভাবে,　　উষায় ফুটিবে ভাবে,
　　মলিনা মুদিতা হ'বে গেলে দিনমান।"—
কবি-কল্পনার কথা,　　কি রূপে করি অন্যথা
　　অংশুমালী পতি তব প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

৬

অবাক হয়েছি দেখে,　　উপপতি বুকে রেখে,
　　করিস সতীত্বনাশ পুন পাপীয়সি।
লজ্জা নাহি ?—ছি !—হাসি কি ? নষ্টচন্দ্র কিনিলে কি ?
　　দেবীর পদেতে থাকি রবির প্রেয়সী !!

৭

না' হ'লো সরম তোর,　　অভিমানে হলি ভোর
　　কালামুখী ধিক তোরে—মুখ লুকয়ের ;

ঘুচাইতে পরিবাদ, যদি অন্য থাকে বাদ ;
ধিক্ শত দিব্য তোকে—ত্বরা দে উত্তর।

৮

নীরবিলা সুবলনী।— বহিল বায়ু অমনি ;
চাকৃচিক্য চপলার ন্যায়,—
কমলিনী থরথর কাঁপি' রাগে নিরন্তর,
মাথা খুঁড়ে বলিল বামায়।—

৯

যদিই অসতী হ'ব দেবী-পদে কেন র'ব !
বিধি তুষ্ট পে'লে শতদলে !!
প্রাণেশ্বর মধুকর— পেয়ে সে রসিকবর,
হৃষ্টচিত্তে নিত্য ভাসি জলে।

১০

রবি অস্তমিত হ'লে জ্বলি কি বিরহানলে ?
উঃ ! তোর এ কোন্ আখ্যান !!
জননী কর্দ্দোমত্তম ! পর মাতৃ-মাতা মম ;
চিরশক্র হয় দিনমান্ !

১১

তপন-তাপন-তরে, যদি মাতামহী মরে ;
সেই ভয়ে ফুটিয়ে ঊষায়,
রক্ষা করি প্রাণপণে শত পত্র প্রসারণে
আচ্ছাদন করিয়ে তাঁহায়।

১২

কষ্ট হ'বে বিমোচন হবে যবে অদর্শন
চিরবৈরী প্রখর তপন,

জুড়া'বে জল দে'চক্ষে, মাতৃ-মাতা রাখি বক্ষে ;
কক্ষ ভঙ্গে মুদিব নয়ন।

মলয়-পবনের প্রতি।

১

বলপ্রদ ওহে ধনিনী-নন্দন
বড় বাবু তুমি মলয়-পবন !
ঘরেতেই থাক—প্রেয়সী কি বাথ ;—
পাঁজীপুথী বুঝি দিবারাত্রি দেখ ?
লেখাপড়া জান ?—বোধ হয় যেন
জননীর সেবা কর নিশিদিন !
ভাবি আর কত—জানি তা'ও যত
দাসদাসী তব আছে কত শত ?—
বলিতে পারিনা কুল তব রীত ;—
বিষয় সঙ্গে দাসী থাকেত নিশ্চিত ?
তাহা যদি হয়,—নিশ্চয় ! নিশ্চয় !—
বেড়বাগান তব কত শত রয় !
নদনদী, ধন কি অভাব তব—
তালুক বেচিলে,—চাকরে বৈভব
উড়া'তে পার্ব্বেনা।—গাড়ী চড়ে যাও,
মসলা দিয়ে পান দিব্বি ক'রে খাও,
টঙ্গে বসে থাক, বামা তবলা শেখ,
অমানিশি শশী গায়ে ফুদে' দেখ !

অভাব না হ'বে কিছুতেই সুখ,
অর্থ বিনে হয় মনুষ্যের দু'খ ;
ভয় না হইবে, জ্বর না আসিবে,
আপনার মুখ আপনি দেখিবে !
এর চেয়ে সুখ আছে কি সংসারে,
অর্থ পেলে যম রাস্তা সাফ্ করে !
সে যা'হৌক।—ভাই, এলে অসময় ;—
বায়সের মুখ বন্ধ করা দায় !—
তাহা'হৌক, তুমি থাক কতক্ষণ ;
তা'রাও করি'ছে কুলায় গমন।

২

কিই ভালবাসে পৃথিবী তোমায় !
দুঃখের সময় তোমাকেই চায়।
যে মুকুরে মুখ এই দেখে গে'ছ
এই কি সে'খানি ; কি তুমি দেখি'ছ ?
মোদের এ বড় দুঃখের সময় !—
কখনো না পা'বে নিশিতে আশ্রয়।—
কে দেখে কে শুনে বল মহাশয় !
জলে চেয়ে দেখ কি বিপদ হয় !!
জগতে উহার প্রাণ-পতি বই
অন্য নাই কেও—ভাস্বরি বা কই ;—
রবি ত ডুবি'ছে স্বভাব-প্রভাবে,
মধুকর বেঁচে কি দেখে জুড়া'বে !

কা'র মধু পি'বে!—হায় কি হইবে!—
জগতের দুঃখ জগতে থাকিবে!!

৩

ভাবি যাই মনে,—সে যা'হো'ক্ মেনে।—
শূন্যে ভানু, জলে পদ্ম কাঁদে কেনে?
রস-সুধাকর শোভে নভঃপটে,
জলে কুমুদিনী কেন হেসে উঠে?
তুমিই বা কেন বিরহি-জীবনে,
ব্যথা দাও আশী শিক্কার ওজনে?
ঠিক দুঃখ-সময় তোমার উদয়!—
বল কোন ঘড়ী দেখি আস যাও?
আমাদের ঘড়ী দেখ চেয়ে হায়!
আর না দেখিবে পড়ে'ছে ছায়ায়!
তুমিও এলে কি সে ঘড়ী দেখিয়ে?
পায়ে পড়ি সখে!—ধ'রে আন গিয়ে।
পরমাণু কিছু পাইব নিশ্চয়!
চক্রবাকীর দ্বন্দ্ব না হ'বে উদয়;
একা যাবে কেন,—তুমিও নিশ্চয়
এ সন্ধ্যায় হেথা পাইবে আশ্রয়।—
সরোরুহ পুনঃ পতি দরশনে,
জ্বালা জুড়াইতে না র'বে জীবনে;
উঠিবে আড়ায়!—বেড়া'বে পাড়ায়!—
পায়ে পড়ি সখে,—ধ'রে আন তায়।

৪

কেন থাকিলে না প্রভাতের পর ?
দেখিতে সৃষ্টির কাণ্ড মনোহর !
কিছু(ই) নাই আর,—হইয়াছে ছাই ;
কাঁদ্ কাঁদ্ পৃথ্বী দেখ চেয়ে ভাই !
পুরনারী শোকে অন্ধকার দেখে,—
সাজে সাঁজ-দীপ ; চেয়ে দেখ সখে !
তুমি হে পৃথ্বীর দুঃখের সহায় ;
পায়ে পড়ি সখে !—আন গিয়ে তা'য় !
তা' যদি না পার, নিশ্চয়—নিশ্চয় !—
কখনো না পা'বে নিশিতে আশ্রয় ;
বিরহীর হাতে হারা'বে প্রমাই,
অন্যথা না হ'বে ধর্ম্মের দোহাই !

কভু ভুলিব না।

১

আমি যাই না, যথা, তোমার কথা
ভুলিতে কি পারি ;
দেখ, দেখ হে সত্য— "লইবে তত্ত্ব
এ দাস তোমারি।"

২

আমি তোমায় রেখে, কি হেন দেখে
জুড়াব সুন্দরি !—

বল কি আর আছে ?— তোমার কাছে
হ'তে আহামরি !

৩

তুমিই সুখ, হর্ষ,— নয়ন-অমর্ষ ;
পরামর্শ তুমি ;
তুমিই সত্য, ধর্ম্ম, জ্ঞানাৎ কর্ম্ম,
মর্ম্ম, মন-ঊর্ম্মি !

৪

তুমিই বুদ্ধি, বিদ্যা পরমারাধ্যা ;
শ্রুতি, নাসা, আশা ;
তুমিই দেহ, ধন, নয়ন-রতন,
বিশ্বাস, ভরসা !

৫

তুমিই মুক্তি, শক্তি, স্মরণ-শক্তি,
শিরের চিকুর ;
তুমিই প্রাণবায়ু, পরম আয়ু,
বচন মধুর !

৬

তুমিই মোহ মোর মহাঘোর
আশ্রমেরি সার ;
তুমিই প্রাণাধিকা, উৎকলিকা
পরশে নিবার।

৭

তুমিই গল-মাল,— হেল ও দোল
হৃদয়ে আমার ;

তুমিই মুক্ত হস্ত দীনের ভক্ত,
দেহ-অলঙ্কার!

৮

তুমিই তেড়ী, ছড়ী, পকেট-ঘড়ী
রূপেরি বাহার!
তুমিই প্রেমময়ী,— বিনয়ি! অয়ি!
প্রেমেরি পাথার।

৯

তুমিই লতাধৃত যথাশ্রীত
পাদপ আমায়,—
তুমিই দেহ-ছায়া!— ফুরা'লে কায়া;
ভুলিব তোমায়!

মণিময় অঙ্গুরী লাভে ভিক্ষুক-চিন্তা।

জন্মিয়া দরিদ্র-কুলে সপটু বহনে
কষ্ট-হায়!—কত দুঃখ সহে'ছে এ দেহ
সুকঠিন,—কোন মতে না ছেড়ে পরাণ!
এবে সানুকূল বিধি, মিলাইল কুল—
এ দীন দরিদ্রে—দীনবন্ধো!—সত্য নাম
তব প্রাণ-প্রিয়ে,—যত্ন বিনে বর্ণ তব
কলঙ্কিত যথা হয়, কর্দ্দমে কদম্ব!—
ভাবি তাই বুঝিতেম বিরূপে স্বরূপ
যেমন সুধাংশু-অংশু জলদ অন্তর;
সাধ্য কার বুঝে রূপ চির মলাবৃত!

কত অনুযোগ প্রিয়ে !—ক'রে'ছ সে'দিন ;—
মিটিবে সে সাধ আ'জ—করিব ভুষিত
মন্মথ সুরুচি বেশে।—লুঠিব ভাঁড়ার
কুবেরের অলঙ্কারে সাজা'তে ও দেহ !—
সাজা'য়েছে যথা মরি দিব্য বিভূষণে
কুবের, সদর্পে যবে দক্ষ-যজ্ঞে সতী
ভিখারী পতিরে রেখে যা'ন রাজপুরে।
নাচিব আহ্লাদে আমি দেখে তব রূপ ;
কিন্তু ভাবি পাছে কাল হরে সেই সুখ
করিয়া বিয়োগ দোঁহে—হিংস্রক বিধাতা
না পারে দেখিতে সুখ।—কেন নিন্দি বিধে !
যদি কৃপা করি দরেদ্রে সুপ্রসন্ন
এবে ; কেন ভাবি অমঙ্গল ! কতবার
জীয়ন্তে মরে'ছি আমি,—কতবার প্রিয়ে
উপবাসী তুমি ; বিধবারি মত হায় !—
একাদশী দশা তব হয়েছে পালন।
এতদিন পরে যদি পে'নু মনঃসাধ !
মন-সাধ পূরে এস ভুঞ্জি দোঁহে সুখ !—
না ডরি শমনে আর না ডরি দুর্ভিক্ষে,
ভাঁড়ার পূরিব অন্নে মুড়িব রতনে ;
দেহ আসি দাস দাসী সেবিবে মোদের
লভিতে হ'বেনা আর পালিতে এদের
দীন-দয়াময় সত্য ধর্ম্মের প্রসাদে ;
পাতা চাপা ভাগ্য মোর ফুটিল এখন !

সুখ-সঙ্গীত।

আমার ধনগছান ব্রত বুঝি ছিল পূর্ব্বে,
তা'না হ'লে এ অঙ্গুরী মেলে কি এ ভাগ্যে।
আ !—সুন্দর কি অঙ্গুরী ! !—তোর তুলনা দিতে নারি ;
আসুক কেন কুবেরারি চোক জুড়া'বে রূপেতে।
কত কাল বসে খা'ব, ফুঁ দিয়ে গায়ে বেড়া'ব,
চেরেট-বগী চেপে যা'ব—থা'কব মনের মৌতাতে।
তেড়ী, ছড়ী, পকেট-ঘড়ী ধর্ব্ব ইয়া গোচ্ছা দাড়ি !—
বানাব চকবন্দী বাড়ী, ঘড়ী পিটবে ঘণ্টান্তে।
খ্যামটা না'চবে খেমটাউলী পায়ের তালে উড়বে ধুলি,
বাজা'বে অপূর্ব্ব ঢোলী, হুলী দেবে ময়নাতে।
হুঁ-হুঁ-হুঁঃ প্রাণেশ্বরী,—ভাঙ্গব মানের জারিজুরী ;
ক'র্ব্ব গহনার আইন জারি—শু'নবি সোণা মুখেতে।

মন হ'ল উথলা।

১

মন হ'ল উথলা,—কি জ্বালা !—কি জ্বালা !—
কেন তা'র কমনীয় রূপেতে মজিনু !
কুল মান খোয়ানু !—দুই কাল খাইনু !
সেই যে যাইল আহা !—আর না দেখিনু !!

২

মন হ'ল উথলা,—কি জ্বালা !—কি জ্বালা !—
কেন তা'রে খেতে শু'তে মাথামুড় খে'ছেনু !

ছাই পাঁশ বাকি নাই—শ্রীমুখেও দি'ছিনু!
মেরেও ছিলেম লাথী,—যবে মানে থে'ছিনু!

৩

মন হ'ল উথলা,—কি জ্বালা!—কি জ্বালা!—
কেন বা যাবার বেলা কথা না ক'ছিনু!
বলেছিল পায়ে পড়ে "বিধুমুখী চলিনু।"—
প্রেম-পুরস্কার চুম কেন নাহি দি'ছিনু!

৪

মন হ'ল উথলা,—কি জ্বালা!—কি জ্বালা!—
বক্ষ-মণি বক্ষে থেকে বলেছিল "জানিনু
স্বরগ সোপান সহ!—এত দিনে লভিনু;
চাঁদ আমি স্বর্গে আছি!—কি ছিনু—কি হ'নু!"
আমিও স্বর্গীয় চাঁদে হৃদিমনে চে'ছিনু!

৫

মন হ'ল উথলা,—কি জ্বালা!—কি জ্বালা!
একদিন সে আমার নিদ্রা যে'তে, ছুটে
পাঁজাকোলা ক'রে আমি ধরিলে জাপুটে;
বলেছিল বক্ষ-মণি সচকিতে উঠে,
"ভুজলতা বদ্ধ হ'ল তরুর নিকটে।"
আমিও আনন্দে হেসে মজা নিনু লুঠে!

৬

মন হ'ল উথলা,—কি জ্বালা!—কি জ্বালা!—
সুরা পানে সে সে'দিন হ'লে যবড়জং
পরিহাস-ছলে আমি ক'রেছিনু রং;

৭

হায়, হায়, ক'ব কা'য়!
খেদে প্রাণ বাহিরায়;
সোণার রমণী মরি
মরে যেতে চায় রে!—
সুখা'য়েছে চন্দ্রানন,
ওষ্ঠাধর কাঁপে ঘন—
ভানু অস্তাচলে হেরি
কমলিনী-প্রায় রে!

৮

আলুথালু কেশ পাশ,
বিপর্য্যয় দেহ-বাস,
মুহুমুহুঃ বহে শ্বাস
থাকিয়া থাকিয়া রে;
কপোল বাহিয়া বারি
পড়িতেছে অনিবারি—
ক্ষণে থাকি ক্ষণে উঠি
কাঁদিয়া কাঁদিয়া রে!

৯

সুবর্ণ-কঙ্কণ হাতে—
পুনঃ পুনঃ করাঘাতে,
রক্তমুখী ঠাঁই ঠাঁই
ললাটে হ'য়েছেরে!—

দেখিলেই জ্ঞান হয়,
অতসী কুসুম ময়
লোহিত চন্দন-ছিটা
কে যেন দিয়েছেরে!

১০

আহা, আহা মরি মরি!
সত্য মরিবি সুন্দরি?
নাই আর আমাদের যুড়া'বার স্থল;
তুই গেলে পৃথিবী করিব রসাতল!

১১

বিধির লেখনী হায়!
বাজিবে বজ্রের প্রায়
জানিতেম যদি তব জন্ম-ষষ্ঠি-দিন,
এ দুঃখ দেখি কি চক্ষে হইয়ে কঠিন?

১২

বজ্র নিবারক হ'য়ে
সুতিকা-দ্বারেতে র'য়ে;
প্রবেশিতে দিতেম কি কভু পদ্মযোনি?
কি দুঃখে গিয়েছে সেই দিন কি না জানি!

১৩

দেখিতেম বিধাতায়,
কি করি লঙ্ঘি' আমায়
অকাট্য লেখনী ভাগ্যে করিত স্পর্শিত!
সপ্তমে বিঁধেছে জ্বালা ক্রোধের সহিত;

এত কি—যদি কখনো এ দুঃসহ শোকে
বাঁচিয়ে অসীম পুণ্যে যাই ব্রহ্মলোকে,

১৪

বিভীষণ এ বেদনা !!
ভুলিব না ?—ভুলিব না ?—
মনের সহিত জাগি রহিল মনেতে ;
প্রচারিব এই কথা যা' থাকে ভাগ্যেতে।

১৫

হে স্বর্গীয়গণ !—কথা পুরাতন,
ধরিত্রীর দুঃখ করি নিবেদন।
সে রাজার রাজ্যে যে পিশাচ-ভয়,
আজিও সংসারে জাগিছে হৃদয় !
কাঁচা পাকা ফল বাছেনা কখন
ভীম দণ্ডধারী ক্ষুধার্ত্ত শমন !
ধরি'ছে খাই'তে যা'কে ইচ্ছা তা'কে ;
কতশত দিন খায় ঝাঁকে ঝাঁকে !
সংখ্যাতীত প্রাণী—ধিক্ বিধাতাকে,
পিশাচের কোষে রেখে'ছে সবাকে।
কি তিনি কঠিন !—না জানি কেমন ;—
দয়াময় বলে কোন বিচক্ষণ ?
তিনি কি অমর ?—বুঝেনা এমন,
সৃষ্টি-স্থিতি হ'ল ক্ষয়ের কারণ।
হায় ! যবে আমি থাকি মফঃস্বলে,
ভুগি'ছি যন্ত্রণা মৃত্যু-শোকানলে,

কত যে পুড়ি'ছি, কত যে কেঁদে'ছি!
কতই দুঃস্বপ্নে আকুল হ'য়েছি;—
কি আর বলিব?—সে সকল যা'ক—
'আমার যন্ত্রণা আমাতেই থা'ক।'
আর এক দুঃখ হইল স্মরণ!
জীবধর্ম্মে যাহা দেখি'ছি স্বপন;
সে বুকপোতা দুঃখ তুলনা রহিত,—
যেহেতু এ স্থলে হ'ল সে উদিত!
মেঘজল প্রাপ্ত হ'ল এ জীবন;
বজ্র না বর্ষিয়া বাঁচে কি কখন?
মহাশয়গণ বিরক্ত হ'ওনা,
সংক্ষেপেই তাহা করিব বর্ণনা;
কিন্তু ভাবি হায়! রচনা লতিকা
ঠিক যাইবে না হ'বে এঁ্যাকাব্যাঁকা!
যা'হক তা'হক আমি যাব ঠিক,—
পথিস্থলে চিত করে বা বেঠিক;—
কল্পনা লতিকা যেহেতু জড়িতা
মনতরুকে রেখে দু' পা না যায় কোথা!
স্বামীও প্রিয়ার বড় অনুগত,
গহনা দেখিলে সাজায় ত্বরিত;
স্ত্রীজাতির কথা, পুরুষে কখন
মর্ত্তেমলে কভু করে কি খণ্ডন?—
কি জানিই যদি রচনার বশে
দিক্‌ ভ্রমে মন যায় দূরদেশে;

দোষ ধরিও না, বিরক্ত হয়োনা ;
ভাবে মটমট হ'য়েছে কল্পনা।
কিন্তু হায় এর এ ভাব র'বে কি ?—
বলাও যায় না শেষ গুড়া'বে কি !
ভাবি যেন মনে ক্ষণেকে এমন
কল্পনার ভাব করিবে মোচন—
বিরক্ত হলে কি ?—হে স্বর্গীয়গণ !
বকিব না আর শুন হে বচন।

১৯

একদিন আমি কুসুম-বনে,
তুলিতেছি ফুল আপন-মনে।
তারকা নিকর নভের গায়,
উষার প্রভায় জড়িয়ে যায় ;
উ'ঠল মলয়-মৃদুল বায়ু,—
জীবের জীবন পরমায়ু !
ফু'টল ফুল, চ'লল শশী
ধ'রে নিয়ে নিশির মসী।
ঘুমে ঢুলুঢুলু ছা'ড়য়ে ছা,
আমরি মরি মায়ের বাছা !—
কিবা কণ্ঠ-রবে করি বিভু-স্তব,
জাগা'ল ধরণী, জুড়া'ল মানব।

২০

এ হেন সময়ে ফিরে দেখি চোকে,
একটী রমণী পুড়িতেছে শোকে।

আছয়ে বসিয়ে কদম্বেরি তলে,
বক্ষ ভেসে যায় চক্ষেরি জলে!
ভিজেছে বসন, ভিজেছে চরণ,
সেই জলে ভিজি মৃত্তিকা-আসন;
হইল কর্দ্দম সেখানে সৃজন,
সোণার বরণে লাগিবে বলে!
ঢাকিয়াছে চুল শ্রীমুখ মণ্ডলে,—
আহা বিধু যেন রহে ঘনদলে!
বলিলেম আমি, কে ওগো রমণী?
একাকী কি দু'খে যাপিছ যামিনি?
এ নহে শোকেরি বয়স তোমার,
বল, বল তব কে আছে আর?
বিধুত বচনে সে দু'খ চঞ্চলা
বলিল "আমার ছেলেখেলা বেলা,—
হৃদয় নিঠুর পাপিষ্ঠ শমন
আসি, কর-লোহ করিল হরণ।
নাই ঘনশিরে ইন্দ্রধনুঃ লেখা,
ঘুচিয়াছে যবে বিদ্যুতের রেখা!
সব গে'ছে হায়!—একটীও নাই—
ছিল যদুবংশ গে'ছে একঠাঁই!
শোকেরি সাগরে র'য়েছে ডুবিয়ে;
অশ্রু ঝরিতেছে চিকুর চুইয়ে!
পাগলিনী আমি,—এলথেল হ'য়ে
বেড়াই'ছি এবে দু'খ কথা ক'য়ে;

এই ভূমণ্ডল করি'ছি ভ্রমণ,—
বাকি ছিল মাত্র এই রম্যবন ;
আসিয়ে এথানে দেখি আপনায়,
পরম পবিত্র জানিনু আমায় !
যাহাকে নিবেদি এ মন-বেদন,
সকলেই কহে "তোমারি মতন।"
এবে ভাবিতেছি এ ভবমণ্ডল
সুর-পুরী হ'লে শুনিত সকল।

২১

এই কথা তথা বলি,
ঘুচা'ব জ্বালা সকলি ;
কেন হেন শোক-সৃষ্টি ভারত ভিতরে !
পৃথ্বীপতি হ'য়ে কেন বেশ্যা দু'খে জারে ?
ফলফুলে যাঁ'র রস আবিষ্কৃত,
চন্দ্র, সূর্য্য, তারা, খদ্যোত, বিদ্যুৎ,
বসন্ত, যৌবন, মলয়-পবন,
কোকিলের বাণী, মণি, নবঘন,
জলের তরঙ্গ যা' হ'তে উদয় !
সে কি অরসিক হইয়াছে হায় ?
কি লজ্জার কথা,—ছি ; ছি যাব কোথা !
রসিক হইয়ে না চিনিল লতা ?

২২

অহ !—ওদিকেও হায়,
বন্দীশালে দেখি মায়—

যুড়া'বার স্থল নাই তাপিত হৃদয়;
যেথানে সেথানে হেরি জীবন্ত নীরয়!

২৩

মাতৃভাষা নিদ্রা যায়,
কি ক'ব রে হায়, হায়!
যা' আছে মোক্তারি ছিল নেটিভ্ ডাক্তারি;
ইহাতেও হইয়াছে—"বৃটিশ্-ল" জারি!

২৪

সে দিনের কথা অহ!
মনে হয় অহঃরহ;
উঃ!—কি ভীষণ সেই নির্ঘাত বচন;—
স্বাধীন কবিত্ব হায় হ'য়েছে নিধন!

২৫

যাঁ'র ধন সেই যদি,
হ'য়ে তায় প্রতিবাদী,—
সাধে বাদ; সাধ্যকা'র রক্ষিতে তাহায়?
ঘরে আয়?—বারাঙ্গনা, নিশি চলে যায়।

রহস্য-সঙ্গীত।

আর কি দেখি রে নয়ন!
জুড়া'বি জীবন মন?—
বার বিলাসিনী যদি,—
জীবন করে বর্জ্জন!

মণি মুক্তা দেখ ভেবে,
তবু কি এমন হ'বে ?—
সকলে দেখিতে পা'বে
এ যে শুধাংশু কিরণ !
কি দেখ গোলাপে এঁর
সৌরভ রূপ-বাহার ?—
কি ক'ব রে হায়, হায়,
ছুঁ'য়েছে হেয় যবন !
নয়ন নিদ্রিত হও !—
কেন এ হৃদয় দও ?—
যা'ক্ অস্তাচলে চলি'
তব মধ্যাহ্ন-তপন।

সম্পূর্ণ।

Printed by Ashutosh Ghose & Co., at the Albert Pres
46 Shibnarain Dass' Lane,—CALCUTTA.

শুদ্ধিপত্র ।

পৃষ্ঠা	পং	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪	৬	রূপে	রাজ
৪	১৩	যাই	এনু
৬	৫	বঙ্কেতে	বঙ্গেতে
৯	৪	মেয়েদের	মেয়েদেরো
৯	১৫	দশরথতনয়	দশরথাত্মজ
৯	১৬	বিরহ	বেড়িল
১০	২২	প্রক্ষালিত	প্রক্ষালিতে
১১	৬	কাঁদিয়া	কুঁদিয়া
১১	৭	দুঃখ	দু'খ
১১	১৬	এক	কি
১১	১৯	বিনাশিল	বিনাশিব
১২	৩	তুলিবারে	তুষিবারে
১৪	১৯	চাকরি	ঢাকার
১৯	৪	খেলা	অবাক্ কারচুপী খেলা
২০	৬	উঠিয়া,	উঠিয়া ?
২০	১০	বেকারের	ধেকারের
২৩	১৮	থাকি	থাক
২৪	১৩	পর	পয়
২৯	৩	নয়ন	নয়
৩১	২২	লভিতে	লড়িতে
৩১	২২	এদের	এ দেহ
৩২	২০	তারে	তা'র
৩৩	৪	কেনব!	কেনবা
৩৩	৫	বিবুমুখী	বিধুমুখী
৩৩	৯	শ্বরগ	স্বরগ
৩৩	৯	সহ	অহ !—
৩৩	১১	হৃদিমনে	হৃদিঘনে
৩৪	১	হায়	"হায়